নটেন্দ্রলীলাকাব্য।

I'll publish, right or wrong;
Fools are my theme, let satire be my song.

Lord Byron.

"বহূন্ দোষানপি ত্যক্ত্বা কৃপয়া চ গুণে গ্রহম।
সন্তাবয়ন্ত সন্তো মাং শিরস্যেব কৃতাঞ্জলিঃ॥"

শ্রীমান্ দিগ্‌গজচন্দ্র বিদ্যামণী
বিরচিত।

কলিকাতা
টাউন্ প্রেসে
শ্রীযোগেন্দ্রনাথ বসু দ্বারা
মুদ্রিত।

সন ১২৯১ সাল।

Published by Hira Lal Mitra.
5, Baburam Ghose's Lane.
Calcutta.

মূল্য ৷৹ আট আনা। Price 8 Annas.

নটেন্দ্রলীলাকাব্য।

*   *   I'll publish, right or wrong;
Fools are my theme, let satire be my song.

Lord Byron.

"বহূন্ দোষানপি ত্যক্ত্বা কৃত্বাস্মে চ গুণে গ্রহম্।
সম্ভাবয়ন্তু সন্তো মাং শিরস্যেষ কৃতোঽঞ্জলিঃ॥"

শ্রীমান্ দিগ্‌গজচন্দ্র বিদ্যানদী
বিরচিত।

কলিকাতা
টাউন্ প্রেসে
শ্রীযোগেন্দ্রনাথ বসু দ্বারা
মুদ্রিত।

সন ১২৯১ সাল।

নটেন্দ্রলীলাকাব্য ।

প্রথম সর্গ ।

তোমার উপমা তুমি নাহি উপমান,
কাহারেও নাহি হেরি তোমার সমান ।

কৃষ্ণকিশোর বন্দ্যোপাধ্যায় ।

সম্মুখ সমরে জিনি মাইকেলী ছন্দে
আহা কি নবীন ছন্দ ভাতিল ভারতে
পয়ার প্লাবিত দেশে মোহি বঙ্গবাসী ।
কহ দেব নটমণি, মকরন্দ-রবি,
সরস মরাল পুচ্ছ ধরি করশাখে,
রচিলে যে নব গাথা ক্লটিকে মোহিয়া
অকালে এ বঙ্গভূমে, শেক্ষপীরে নিন্দি !
যবে অজ্ঞ বঙ্গবাসী বৃথা গর্ব্ব করি
নিন্দিল তোমারে প্রভো, যথা চেদীশ্বর
রাজসূয় সভা মাঝে নিন্দিলা কেশবে ।
কহ তা দাসেরে, ভুলি নিজ উচ্চপদে

কিবা ফল নর জন্মে এ মর ভুবনে,
কীর্ত্তি না রাখিলে ভবে, কেবা কারে স্মরে ?
বৃথা সব ধন, মান, জীবন, যৌবন,
"কীর্ত্তির্যস্য স জীবতি"—কহে জ্ঞানিজন।
কে জানে অদৃষ্ট খেলা, ভবিব্য কিরূপ,
কত জন জন্মি বিশ্বে ত্যজে কলেবর
সাধিয়া মহান্ কার্য্য মানব মঙ্গলে ;
কেহ বা কবিতা রচি মহাকবি নামে
মহানন্দে স্বর্গবাসে যান মর্ত্ত ত্যজি।
দেহ যায় নাম রয় চিরকাল তরে।
তব কীর্ত্তি নববিধ বিরিঞ্চি বাঞ্ছিত !
আহা কিবা স্রোত ধারা কাব্যের সাগরে,
স্বভাবের ভাব রঙ্গে খেলে কুতূহলে !
ভাসি ভাসি গেলে চলি কি উদার ভাবে
মিল্টন, দান্তের পাশে, কাব্যাম্বুধি পারে !
নাহি দূর উতরিতে আদি কবি পাশে
ত্যজি নরলীলা ভবে নবলীলা ধরি।
না জানি কি ভাবে বিধি বসিয়া বিরলে
গঠিলা তোমারে দেব, সৃষ্টিখ্যাতি হেতু !
তব কর্ম্মফলে বঙ্গে তিন রঙ্গভূমি,
ব্রহ্মাণ্ডে ত্রিদেব যথা খ্যাত তিন লোকে,
ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর মহাশক্তিধর !
তুমি দেব, নিরাকার, অনন্ত মহিমা,
একে তিন তিনে এক তুমি রঙ্গভূমে ;

তোমারেই ধ্যানে জ্ঞানে শ্রীরাধা না পায় !
মহেন্দ্র মগন সদা তব তত্ত্ব ধ্যানে,
শোভে ক্ষিতি, কাদম্বিনী, তব রচনায়,
নিত্য সুধা মিত্রবর আনন্দ অন্তর !
আহা কিবা অর্দ্ধ-ইন্দু (সুরঙ্গের ছাঁদ,)
শোভে দেব, তব বরে রঙ্গাকাশে উদি,
আর আর কত জন কে পারে বর্ণিতে !
নিজে দেবী দিগম্বরী ভৈরবনাদিনী,
দৈত্যমুণ্ডমালা গলে, বিনির্গত জিহ্বা,
অপাঙ্গে বিজলী খেলে, ডাকিনী সঙ্গিনী,
অট্টহাসি রক্তধারে তাণ্ডবি উল্লাসে—
(তোমারি মন্ত্রণাবলে বিচিত্র কৌশলে)
উরে আসি রঙ্গমঞ্চে পতিতপাবনী,
দশ মহাবিদ্যা রূপে দর্শকে মোহিয়া !
বন্দি চরণারবিন্দ মন্দমতি আমি,
দয়া কর দাসে আসি, যেমতে তারিলে
অপদার্থ নটবৃন্দে করুণা প্রকাশি ।
তোমা বিনা 'ন্যাশনাল' পত(নো)ন্মুখ এবে ।
পতিত প্রান্তর প্রায় আছিল যে ভূমি,
এবে তথা মনোহর তারা নাট্যশালা
সুগঠিত সুসজ্জিত, শশিরশ্মি জিনি
জ্বলে গ্যাস-দীপাবলী তমোরাশি নাশি !
স্বর্গের অপ্সরাগণ তব আজ্ঞা হেতু,
মর্ত্তলোকে আসি বুঝি ধাতুময়ী রূপে,

নগ্ন বেশে আলো ধরে রয়েছে দাঁড়ায়ে !
হেরি ভাব সবিস্ময়ে ভাবি মনে মনে,
কি হেতু এ পাপবিশ্বে দেববালামালা !
মনে হয় ব্যঙ্গ করে হেরি আমা সবে !
কৃপা করি রাখ দেব, দাসের মিনতি,
বল মোরে যাই কোথা ? এল ! এল ! এল !
সেই ভীম ব্যঙ্গ মূর্ত্তি সম্মুখে আবার !
ত্যজ মোরে নাহি কাজ কাব্যসুধা পানে,
ঝাঁপ দি হেদোর জলে ; কিম্বা হে গ্যারিক,
নিজ গুণে রাখ দাসে পদাশ্রয় দানে।
 অচিন্ত্য অনন্ত তব উদার মহিমা ;
আমি অতি মূঢ়মতি কোন্ পুণ্যফলে—
চিনিব হে, তোমা হেন অতুল রতনে ?
নিত্য কত নব ভাব উদে তব শিরে ।
দৃশ্যকাব্য কত শত বসি ভাব ভরে,
পাণ খেতে খেতে রচ দণ্ড দুই মধ্যে।
যে শক্তি প্রভাবে ষ্টেজ গঠিলে হে দেব,
সেই শক্তি তেজে বল, বল মোরে দেব,
সুধাই কিঙ্কর আমি কোরো না ছলনা,
রচ কি হে ড্রামা আদি অপেরা সুন্দর ?
কিম্বা তব শ্রীবদনে সারদা আপনি,
শ্বেতভুজা কবিমাতা স্বয়ম্ভুনন্দিনী,
নারায়ণী চিরবাস করেন সতত—
যেই বলে কবিকুলে তুমি গণনীয় ?

অপার প্রতিভা তব বুঝিব কেমনে!
গঞ্জিকা-বিলাসী ভোলা, কবিদর্পহারী,
রত তুমি অবিরত ভারতকল্যাণে
কেহ যদি মন্দ ভাবে তব গ্লানি গায়,
আশুতোষ, নহ রুষ্ট তুষ্ট তুমি তায়!
আরে রে নিন্দুক, উগারি অনল-শিখা
কেন দগ্ধ কর হেন নটবর মুখ?
গঞ্জিকাবিলাসী, তব অনন্ত শকতি,
রচ কত বিয়োগান্ত মধুর নাটক,
মোহে যার অভিনয়ে দর্শক সমাজ;
অবিরল অশ্রুবিন্দু তাঁদের নয়নে
খসি পড়ে গণ্ড বহি মুক্তামালা সম;
ক্ষুণ্ণ মনে ধীরে ধীরে দর্শক মণ্ডলী
মুছেন নয়ন যবে সুগন্ধি রুমালে—
হেরি সেই ভাব তুমি আত্ম গরিমায়
পরিপূর্ণ হও, হায় আপনা পাশরি!
হেরিলে এ ভাব বল, কে আছে জগতে
ফুল্ল নহে মন তার আত্ম গরিমায়?
যদি থাকে কেহ, তবে পিশাচ সে জন,
চিত্ত তার একেবারে নরকে গঠিত।
কলিকাতা রাজধানী অমরানিন্দিত,
সম্প্রতি তাহাতে প্রভো, যে বিষাদময়
বিষম বিয়োগ কাণ্ড হয়েছে ঘটন,
পঞ্চভূতময় এই দেহত্যাগ করি,

ধার্ম্মিক কেশবচন্দ্র কাঁদায়ে ভারত
পুলকে গোলোকধামে গেছেন চলিয়া।
এ বিয়োগ দৃশ্যকাব্য কত দিনে আর
অভিনীত হবে তব তারা রঙ্গভূমে ?
পাঠক, তড়িত গতি এস একবার,
গ্যারিক মন্ত্রণালয় দেখাই বিরলে।

ইতি শ্রীনটেন্দ্রলীলাকাব্যে মঙ্গলাচরণ
নাম প্রথম সর্গ।

দ্বিতীয় সর্গ।

কাশীতে না পেয়ে বাস, মনোদুঃখে বেদব্যাস,
বসিলেন ছাড়িয়া নিশ্বাস।
তুচ্ছ লোক আছে যারা, কাশীতে রহিল তারা,
আমার না হৈল কাশী বাস॥
এ বড় দারুণ শোক, কলঙ্ক ঘুষিবে লোক,
ব্যাস হৈলা কাশী হৈতে দূর।
নাম ডাক ছিল যত, সকলি হইল হত,
ভাঙ্গড় করিল দর্প চূর॥

* * * *

ভবিতব্য ছিল যাহা, অদৃষ্টে করিল তাহা,
কি হবে ভাবিলে আর বসি।
তবে আমি বেদব্যাস, এইখানে পরকাশ,
করিব দ্বিতীয় বারাণসী ॥

ভারতচন্দ্র।

১

নিস্তব্ধ বিমর্ষ ভাব মলিন আকৃতি,
(ভস্মরাশি মাঝে যথা গুপ্ত বৈশ্বানর।)
ভাবে বসি নটমণি প্রতিশোধ জ্বালা,
জাগে যাহা ভীমরূপে দহি অন্তস্তল।

২

সে ভীম দারুণ জ্বালা প্রাণে প্রাণে দহে,
নিদ্রা নাহি পাপ চক্ষে অলস শরীর,
নিবিড় ধূম্রল ঘোর আঁধার হৃদয়,
বিষম নিরাশাঘাতে ব্যথিত সদাই!

৩

গণ্ডে কর মনোদুখে বঙ্গের গ্যারিক,
চারি পাশে স্তাবকেরা বসেছে বেষ্টিয়া,
ঘন ঘন দীর্ঘ শ্বাস, বাক্যহীন সবে!
হায় যথা শয়তান সঙ্গিবৃন্দ সাথে

৪

মলিন, বিরস, ক্ষুণ্ণ, ঈশ্বর আহবে,
ক্লান্তকায় রসাতলে গভীর আঁধারে,
প্রগাঢ় চিন্তায় মগ্ন লভিতে অমরা,
বিমুখিয়া জগদীশে ভীষণ সংগ্রামে।

৫

ভাবিল কি অন্য স্বর্গ করিবে নির্ম্মাণ,
কহ দেব, কবিগুরু মিল্টন আমায়?
ছিল নাকি হৃদে তার সেই স্বর্গ আশা,
কি ভাবে বসিয়া তবে বঙ্গ-শেক্ষপীর?

৬

কেন হেন ভ্রান্তি চিন্তা, অলীক কল্পনা,
অন্য রঙ্গভূমি ভাব করিবে নিৰ্ম্মাণ,
আশা মরীচিকা মাত্র বৃথা এ সংসারে!
কি ভাবে নিমগ্ন তবে নটকুলমণি?

৭

কতক্ষণে নটরাজ কহিলা উঠিয়া
জ্বলন্ত অঙ্গার সম দীপ্ত দুনয়ন!
বিশেষ ভঙ্গিমা করি সহযোগিগণে
বিধিদত্ত খর স্বরে রোধিয়া শ্রবণ;—

৮

"হা ধিক্ সুহৃদ্‌বৃন্দ! ধিক্ তোমা সবে!
এখন নিদ্রিত সবে নাহ'ল চেতন!
রিপু পদাঘাত চিহ্ন অঙ্কিত সর্ব্বাঙ্গে,
কি ভাব অভাব তবে প্রতিহিংসা হেতু?

৯

"কি হেতু মলিন সবে ব্যাকুল হৃদয়,
বাক্য নাহি দগ্ধাননে চিন্তায় আকুল ?
কি হবে বল না রহি চিন্তাকুল চিত্তে ?
প্রতিহিংসা প্রতিশোধ ভাব মনে মনে।

১০

"ছার অপমান হেন, হৃদি ফেটে যায়!
স্মরিতে শিহরে কায়! কি বলিব হায়!
অর্দ্ধচন্দ্র ছিল শেষে আমার কপালে,
ছার প্রাণ কোন্ সাধে রাখিব ধরিয়া!

১১

"কুক্ষণে 'বিনোদ, মেঘ' উদিল হৃদয়ে,
কুক্ষণে কহিনু আমি তাহাদের হিতে!
তাতে এই বিষময় ফলিল কুফল,
ত্যজিল প্রতাপ মোরে হায় বিনা দোষে।

১২

"সেই অপমানে প্রাণ সতত আকুল,
অন্ন নাহি উঠে মুখে, সদা প্রাণ কাঁদে,
প্রিয় পরিজনে আর নাহি সে মমতা,
ধরা যেন কারা সম নয়নে আমার!

১৩

"ভাবি মনে পুনঃ অন্য নবরঙ্গভূমি
নির্ম্মাণ করিব হায় জুড়াতে এ জ্বালা!
অন্য চিন্তা পরিহরি বিশেষ আয়াসে,
দ্বারে দ্বারে ফিরি নিত্য সাধ পূরাইতে!

১৪

"পথে সাথী কেহ নাহি একাকী নির্ধন,
নাহি জানি আমা হ'তে কি কাজ সম্ভবে,
মনের বাসনা হায় হবে কি পূরণ,
ভেবে ভেবে শীর্ণ প্রায় শরীর আমার!

১৫

"কিম্বা পুনঃ পাশরিয়া লজ্জা, অপমান,
পড়িব প্রতাপ পায়? না, না, ধিক্ মোরে!
আমি ত প্রাণান্তে কভু, প্রাণান্তে আমার,
যাইব না পড়িব না—প্রতাপের পায়!

১৬

"একান্তই যদি দেখি না পূরে বাসনা,
পেশাদারী যাত্রাদলে লইব আশ্রয়,
ভ্রমেও সম্ভ্রান্তবৃন্দ দেখিবে না যারে,
কেমনে পরুষ ভাষে নিন্দিবে তাহারে?

১৭

"জীবনের বিনোদিনী, হৃদয় সঙ্গিনী,
সুচারুহাসিনী ধনী, গজেন্দ্রগমনা,
শরদিন্দুনিভাননা, ননীর পুতলী,
শুনিতে বাসনা করি তোমার কি মত?"

১৮

বলি ধীরে নটকবি লইলা আসন;
অরুণ লোচনদ্বয়ে ভীম অগ্নিশিখা
বাহিরিল তীব্র বেগে, যেন দ্রুত চলে
শত্রু ষ্টেজ সমুদয় করিতে অঙ্গার!

১৯

নটেন্দ্রের বাক্য শুনি সুপ্তোত্থিতা প্রায়,
উঠি ত্বরা রাধারাণী তড়িতের বেগে,
কহিলা, একতারি টোনে সম্ভাষি নটেশে ;—
"আমার কি মত যদি নটকুলরাজ,

২০

"শুনিতে বাসনা তব, শুন মন দিয়া,
কহি আমি ন্যায় কথা ক্ষুণ্ণ নাহি হও ;
দাসীর কি মত প্রভু, শুন তবে এবে,
নটনটীগণ-হিত কামনা আমার।

২১

"জানি আমি যেই দোষে বহিষ্কৃত তুমি,
হেন গুরু দণ্ড তার উপযুক্ত নয় ;
কিবা কাজ পুনরপি বল কোন্ প্রাণে
পশিব আবার সেথা লজ্জা মান ত্যজি ?

২২

"যাব না, যাব না, মোরা অভিনয়পটু,
আমরা নাটকপ্রিয় শ্রেষ্ঠঅভিনেত্রী,
এই দেহে যত দিন রহিবে জীবন
নারিব এক্ট্রেস্ নামে কলঙ্ক অর্পিতে।

২৩

"কাজ নাই ফিরে যাই নিজ নিজ বাসে,
স্বইচ্ছায় কে কোথায় আত্মমান নাশে ?
গেলে সেথা নীচজনে বিকট-দশনে
দংশিবে মরম স্থল সহিবে কেমনে ?

২৪

"ফিরে যাব, কোথা যাব, ন্যাশনালে পুনঃ ?
দুস্তর গরম সিন্ধু লঙ্ঘিব কেমনে ?
কালি ওই রঙ্গালয়ে প্রবিষ্ট না হ'তে,
কত লোকে কত কথা ক'বে নীচ জ্ঞানে !"

২৫

সহসা গম্ভীরে ঘন গরজিয়া ব্যোমে
হরিল প্রকৃতি শান্তি ভৈরব আরাবে,
চমকিল বিদ্যুল্লতা নয়ন ধাঁধিয়া !
শব্দ শুনি রাধারাণী কহিলা আবার ;—

২৬

"অদূরে জীমূতমালা গরজে গভীরে,
আমাদের ভাবী আশা হইবে সফল।
শঙ্কা ত্যজি সঙ্গিবৃন্দ শুন মন দিয়া,
কহিছেন পুরন্দর অভ্রান্ত ভাষায় ;—

২৭

("বাঙ্গালির উন্নতির নাহি অন্য আশা,
বঙ্গের উন্নতি মাত্র নাট্যঅভিনয়ে,
বদ্ধপরিকর তাহে হও নটরাজ,
নব এক রঙ্গমঞ্চ করহ নির্ম্মাণ।)

২৮

"ত্যজি এ বিমর্ষ ভাব ফিরি দ্বারে দ্বারে
চাঁদা করি রঙ্গালয় করিব নির্ম্মাণ,
আমি যে অবলা নারী অধিক কি কব,
বহিছে বিদ্যুৎ বেগে আমার ধমনী।

২৯

"ইচ্ছা করে এই দণ্ডে কোটা বাড়ী ত্যজি,
ফিরি তোমা সবা সাথে ভিখারিণী বেশে;
মহামানে হতমান হ'ব না আবার,
জেন স্থির দৃঢ় এই প্রতিজ্ঞা আমার।"

৩০

বলি বামা সভা মাঝে লইলা আসন;
অমনি পীযূষ মিত্র অরিন্তলা গর্জ্জি;—
"পুনঃ সে পাপিষ্ঠ পদে লইব আশ্রয়?
আমার এক্টের খ্যাতি বিখ্যাত ব্রহ্মাণ্ডে,

৩১

"মূঢ়মতি সেই নামে কলঙ্ক রটিল।
কি বলিব, অপমানে ফেটে যায় বুক,—
সাধে কি বাঙ্গালি মোরা এত অপদার্থ!
সাধে কি এক্টার নামে কলঙ্ক এমন!

৩২

"সাধে কি মেড়ুয়াবাদী দলি পদভরে
কেড়ে লয় রঙ্গালয়? করে শত শত
অপমান প্রতিদিন অভিনেতৃবৃন্দে?
তবু নাহি হয় সব এক মন প্রাণ!

৩৩

"নাহি শিক্ষা, নাহি তেজ, হৃদয় দুর্ব্বল,
জঘন্য দাসত্ব ভাবে পূর্ণ সদা হৃদি,
একমাত্র সাধুগতি ভারতে কেবল
দৃশ্যকাব্য অভিনয়ে—অবহেলা তাহে।

৩৪

"নটের আদর্শ মোরা, ক্ষীণমতি নয়,
হেন অপমান বল সহিব কেমনে ?
রে রে স্বার্থপরা ধরা ! এখনো কি সাধে
ধরিয়াছ কোন্ প্রাণে নটনটীগণে ?

৩৫

"আর আশা নাহি হৃদে ফুরা'ল সকলি,
আশাই নরের এক জীবন সম্বল ;
আশা ফুরাইলে আর কি থাকে পরাণে ?
বিষাদ আঁধার পূর্ণ মানব জীবন।

৩৬

"কি দোষ কাহার বল ? দোষ নিজ ভাগ্যে ;
ভুবনের রঙ্গযশ না হ'তে প্রচার,
অলীক ভুবনকীর্ত্তি ফুরাইল আসি ;
পুনঃ হের, আমাদেরো কি দশা এখন !

৩৭

"নাহি কাজ বৃথা আর সুদীর্ঘ কথায়,
জানি আমি আমাদের নিরতি বিমুখ ;
চল, বিশ্ব চারি পাশে নিত্য ঘুরি ঘুরি.
জুড়াই এ মনোজ্বালা বিরলে কাঁদিয়া !

৩৮

"অন্ন বিনা হই যদি ক্ষুধায় ব্যথিত,
শীর্ণ তনু জীর্ণ বাসে করি আচ্ছাদন,
ভিক্ষা হেতু পথ [illegible]টি তপন তাপনে,
তবু এ প্রতিজ্ঞা মম না পশিব সেথা !

৩৯

"যাব না, যাব না, পুনঃ ভাঙ্গড়ের পাশে—
এই দেহে যত দিন বহিবে শোণিত,
থাকুক তাহার পাশে অচলা কমলা ;
অথবা বাঙ্গালি ছার তুচ্ছ ক্ষীণমতি,

৪০

"মিলেন আসিয়া যদি মৃত শেক্ষপীর,
কালিদাস, ভবভূতি, বাল্মীকি, হোমর,
ভাসাতে উন্নতি স্রোতে ওই রঙ্গভূমি ;
তবু নাহি যাব তথা প্রাণান্তে আমার !

৪১

"পাপিষ্ঠের থাকে যদি সহস্র এক্টার,
সহস্র হলেও তবু হ'বে না সুখ্যাতি ;
আমার এক্টের এই সুযশের কথা,
পথে ঘাটে বঙ্গবাসী ঘোষে যথা তথা।

৪২

"স্বয়ং ট্র্যাজি(ডি)য়ান্ যিনি, (অন্য কোন্ ছার !)
বাঁধা সদা ঋণপাশে যার অভিনয়ে ;
সেই অভিনেতা আজি অবনত মুখ,
বাক্যহীন, ম্রিয়মাণ, জড়িত রসনা !

৪৩

"এ নয় অত্যুক্তি কথা গর্ব্বসমুদ্ভূত,
কথায় যা বলিলাম দেখাইব কাজে ;
রঙ্গভূমি—রঙ্গভূমি—রঙ্গভূমি সার,
রঙ্গভূমি বিনা মম সকলি অসার।"

৪৪

বলি যুবা কাষ্ঠাসনে বসিলা তখন ;
বহিল একটি শ্বাস সেই সভাস্থলে—
ছুটিল তড়িত বেগে কাঁপাইয়া সবে,
জানিতে চরম ফল এই মন্ত্রণার।

৪৫

অবশেষে ক্ষেত্রমণি ধীরে নতমুখে,
সভয়ে মধুর স্বরে (ডরি নটরাজে,)
ঘন ঘন দীর্ঘশ্বাস ত্যজিয়া সুন্দরী,
কহিলা কয়টি কথা—পাষাণ দ্রবিয়া ;—

৪৬

"আত্মদোষে অন্ধ সবে নাহিক সংশয়,
পরদোষে স্পষ্ট চক্ষু তোমা সবাকার ;
নিজ মুখ সুদর্পণে কভু কি বিকৃত,
যতই হোক না কেন বিকৃত বদন ?

৪৭

"কি হেতু 'বিনোদ,' 'মেঘ' অধিক পূজিত ?
সে নয় ভুবন মূর্খ রঙ্গরসপ্রিয় !
(ধনপ্রিয় লক্ষ্মীপ্রিয়) বিলাসী সে নয়,
তবে কেন দোষ তাঁরে বৃথা জনে জনে ?

৪৮

"যাই চল, সবে মিলি ক্ষমা ভিক্ষা মাগি,
কাঁদিয়া পড়িগে তাঁর চরণের তলে।
কি কাজ এ বৃথা দ্বন্দ্বে দয়াময় তিনি,
অবশ্যই ক্ষমিবেন পূর্ব্ব দোষ ভুলি।"

৪৯

তা শুনি দ্বিগুণ জ্বলি নটকুলরাজ,
শুনাইলা সঙ্গিবৃন্দে মেঘমন্দ্রস্বরে ;—
"মূর্খ ক্ষিতি, তার বাক্য নহে পালনীয়,
এস যাই, দ্রুতগতি কার্য্যের উদ্দেশে।"

৫০

ছুটিলা তখনি সবে ভাঙ্গিয়া সমাজ,
যেন ক্ষিপ্ত গ্রহমালা কক্ষচ্যুত হ'য়ে,
ঘোর বেগে বায়ু মুখে চলে দ্রুতগতি,
লভিতে আপন কক্ষ ভ্রষ্ট শূন্য দেশে।

ইতি শ্রীনটেন্দ্রলীলাকাব্যে মন্ত্রণা নাম
দ্বিতীয় সর্গ।

—০—

তৃতীয় সর্গ।

শোক গেল রাবণের দুঃখ বিনাশনে।
হইলা আহ্লাদ চিত্ত দেবী দরশনে॥
নয়নে গলিত ধারা সবিনয়ে কয়।
বলে দয়াময়ী বিনা সদয় কে হয়॥

কৃত্তিবাস।

—০—

জনক জননী কি করেছ হায়,
তোমরা দুজনে মোহের ঘুমে ;
কোন্ প্রাণে আহা এ ফুল মালায়
ফেলিয়া দিয়াছ শ্মশান ভূমে !

শ্রীবিহারীলাল চক্রবর্ত্তী।

১

শুভ্র রশ্মিরাশি ছড়ায়ে ভুবনে,
নীরবে চন্দ্রমা ঘুমায় গগনে,
ডুবি ডুবি ফুটি তারা অগণন,
শশাঙ্কের ভাব করে নিরীক্ষণ।

২

নীরব প্রকৃতি, নীরব অবনী,
স্তব্ধ দশ দিশ, নীরব রজনী,
স্থির তরু, লতা, নীরবে পবন
ফুল পরিমলে বহে অনুক্ষণ।

৩

এহেন সময়ে নটকুলমণি
মনদুখে রাখি গণ্ডে বামপাণি,
প্রাঙ্গণে বসিয়া ভাবে ক্ষুণ্ণমনে,
ঘন দীর্ঘশ্বাস মিলায় পবনে।

৪

কভু শশী পানে কভু বা গগনে,
নেহারে নটেশ বিচলিত প্রাণে,
বিশ্বের সাগরে যেন কি রতন,
ডুবেছে কোথায় করে অন্বেষণ।

৫

শ্লথ কলেবর চিন্তার পীড়ায়,
ক্ষোভে ধরাতলে লইলা আশ্রয়,
দুখতমহরা আশার বিহনে,
বিষাদে নটেন্দ্র পড়ে ধরাসনে।

৬

ধীরে ধীরে তন্দ্রা চিন্তার নয়নে,
আসিয়া মিলিল অবসাদ সনে,
তন্দ্রার আবেশে নটকুলধন,
চেতনা ত্যজিলা মুদিয়া নয়ন।

৭

দূরে গেল শশী, লুকা'ল ভুবন,
নবীন ভুবন দিল দরশন ;
স্বপন রমণী মোহিনী মায়ায়,
অপরূপ রূপ আনিয়া দেখায় ;—

৮

চন্দ্রালোক দিয়া বায়ু আরোহিয়া
মুণ্ডমালা গলে আইলা নামিয়া,
নবীনা যুবতী সুনীল বরণ,
আধ শশী ভালে, জ্বলে ত্রিনয়ন !

৯

মুখে মহাজ্যোতি নবরাগে ভায়,
প্রভাময় শূন্য সে রাগ প্রভায়।
ভয়ঙ্করী বামা চারি ভুজ ধরে,
নীল পদ্ম, খড়্গ শোভে দুই করে,

১০

খরধার কাতি, খর্পর ভীষণ,
অন্য দুই করে করেছে ধারণ ;
জটাজুটে বাঁধা ঊর্দ্ধ ফণাফণী,
লম্বোদরী ভীমা করালবদনী।

১১

দে'খি মহাভয়ে নটকুলমণি,
স্বপ্নের আবেশে যুড়ি দুই পাণি,
মহাভক্তিভাবে মধুর বচনে,
আরম্ভিলা স্তব তারার চরণে ;—

১২

"ওগো ভীমরূপা ভবেশভাবিনি,
করালবদনা, ঘোর ত্রিলোচনি,
হেন রুদ্রবেশে কেন গো জননি,
আসিছ তনয়ে শ্মশানবাসিনি ?

১৩

"অভয়া, অভয় দাও এ কিঙ্করে,
রুদ্ররূপে প্রাণ কাঁদিছে কাতরে !
স্তব স্তুতি ভাষা জানিব কেমনে,
নেহার নন্দনে প্রসন্ন নয়নে।"

১৪

স্তবে তুষ্ট হ'য়ে ভৈরব রূপিণী ;
কহিলা তখন জগতজননী ;—
"মম কৃপাবলে ওরে বাছাধন,
দিব্য চক্ষু লভি কর নিরীক্ষণ।

১৫

"কি সাধ্য নরের নশ্বর নয়নে,
মহাবিদ্যারূপ দেখিবে ভুবনে !
দিব্য চক্ষু বিনা কোথায় কখন
নাহি দেখে,—ধ্যানে না হ'লে মগন।

১৬

"কোলে আয় বাছা, ভয় নাই আর,
আমি মহাবিদ্যা জননী তোমার ;
আয় যাদুমণি, জুড়াই জীবন,
আয় রে বঙ্গের গ্যারিক রতন !

১৭

"কতবার বিশ্ব প্রলয়ে ডুবিল,
কত স্বর্গ মর্ত্ত আবার জন্মিল,
কত জীবগণ কত রবি শশী,
মিলাইল ব্যোমে লয় অঙ্কে পশি।

১৮

"আবার উদিল প্রলয়ের পরে,
শোভিল ব্রহ্মাণ্ডে নব তেজ ধরে,
কত এল গেল কত হ'ল কালে,
লয় বিধি ইন্দ্র সকলেরি ভালে।

১৯

"প্রাণী গ্রহ আদি কারণ সাগরে
ডুবিয়া পড়েছে প্রলয়ের ভরে,
আদ্যাশক্তিবরে ভেসেছে আবার,
সেই আদ্যাশক্তি সম্মুখে তোমার!

২০

"বিশ্বের মঙ্গলে শুন রে কুমার,
কত কীর্ত্তি আমি করিনু প্রচার,
কীর্ত্তি মম গায়—অখিল সংসার,
বিশ্বের কল্যাণ কামনা আমার।

২১

"প্রসূতি উদরে আবার যখন
দাক্ষায়ণী রূপ করিয়া ধারণ
উরিলাম ভবে দক্ষের ভবনে,
কহি পূর্ব্ব কথা শুন এক মনে—

২২

"মহাশক্তি বলে মহাশক্তি বশে,
শিবে অবহেলি ভুলি তত্ত্বরসে,
অভিমানে দক্ষ শঙ্করে নিন্দিল,
মম তেজে মম পতিরে হেলিল।

২৩

"যবে দক্ষপুরে দক্ষযজ্ঞ তরে,
সাধিলাম হরে আরাধনা করে,
যেতে দক্ষ পাশে যজ্ঞ নিরখিতে,
না ছাড়িলা মোরে হর কোন মতে।

২৪

"মম তনুত্যাগ জানিয়া অন্তরে,
মহাযোগী হর কহিলা কাতরে—
'কি দোষে আমারে চরণে ঠেলিবে;
গেলে সতী, তুমি আর না ফিরিবে!'

২৫

"হিমাদ্রির স্তবে আকুল হইয়া,
হরআরাধনা সকলি ভুলিয়া,
(গিরি নয় কভু হরের সমান,
ছিল তনুত্যাগ কারণ প্রধান।)

২৬

"তেঁই আমি ত্বরা ত্রাসিতে শঙ্করে,
দশ মহাবিদ্যা মহারূপ ধরে
দিনু দেখা শিবে, ভবে তার পর
এই এক দেখা নিকটে তোমার!

২৭

"ইন্দ্রাদি দেবতা ধ্যানে নাহি পায়,
আজি স্বপ্নাবেশে ভেটিলে আমায় ;
জানি বৎস, আমি তব অভিপ্রায়,
অচিরে পূরিবে সঙ্কল্প ধরায়।

২৮

"কি ভয় বাছনি, ভবানীর বরে
চির খ্যাতিমান্ হ'বে ধরা'পরে,
গূঢ় অভিসন্ধি হইবে পূরণ,
অদূরে ভাতিছে কার্য্যের সাধন।

২৯

"মন্ত্রের সাধন, অথবা কুমার,
শরীর পতন কোরো এই সার,
তবে সে পারিবে বাসনা পূরাতে,
তবে সে পারিবে লাঞ্ছনা ঘুচাতে।"

৩০

এই শেষ কথা বলিতে বলিতে,
মিলাইলা তারা শূন্যে আচম্বিতে,
শূন্য চন্দ্রালোক, শূন্য স্বপ্নাগার,
শূন্য প্রাণমন, শূন্য চারি ধার।

৩১

শূন্যে মিলাইয়া তারা নিজ কায়
তিরোহিত হৈলা। স্বর্গীয় প্রভায়
দিশ উজলিল, ক্ষণকাল তরে
চন্দ্রিকা জিনিল, মিলাইল পরে।

৩২

তারা তিরোধানে ভাঙিল স্বপন,
জাগিলা নটেন্দ্র সহসা তখন,
বিষাদ সাগরে পড়ে নটধন
শূন্য নেত্রে হেরে গগন ভুবন।

৩৩

জ্ঞানহারা ফণী মণি হারাইয়া
ছুটে চারিধারে যেমতি গর্জ্জিয়া,
গর্জ্জিয়া ভীষণ নটকুলেশ্বর
ডাকিলা তারারে,—"কোথা মা আমার?

৩৪

"বর নাহি চাহি দেখি পাছুখানি,
এস মাগো তারা ত্রিলোকতারিণি,
পতিতপাবনি, জগতজননি,
দুর্গতিনাশিনি, মায়াস্বরূপিনি,

৩৫

"কোথা গেলে তারা, বাঁচিব কেমনে?
কি কাজ জীবনে, তোমার বিহনে,
দেখা দে মা, তোর অধম নন্দনে,
নতুবা জীবন ত্যজিব জীবনে।"

৩৬

"স্বপন দেখিয়া গাঁজার নেশায়,
তারা তারা বলে কারে ডাক হায়!
কোথা তারা তব কে দিবে উত্তর?
কি হেতু ব্যাকুল ওহে প্রাণেশ্বর?"

৩৭

এই ক'টি কথা বলিতে বলিতে
নটেশ-মহিষী অমনি চকিতে,
দাঁড়াইলা আসি প্রাসাদ প্রাঙ্গণে,
দুর্লভ বল্লভে দেখে ক্ষুণ্ণ মনে।

৩৮

স্বপনের ন্যায় ঘটনা-নিচয়
নটমণি চক্ষে ভাতে সে সময় ;
প্রিয়ারে দেখিয়া ব্যাকুল অন্তরে
বসাইলা পাশে অতি সমাদরে।

৩৯

পরে ধীর স্বরে কহিলা প্রিয়ায় ;—
"কি বলিব প্রিয়ে, বুক ফেটে যায় !
তারা অদর্শনে বাঁচিব কেমনে,
প্রাণ যায়—প্রাণ যায় চন্দ্রাননে !"

৪০

রসিকা রমণী রসের কথায়,
বুঝাইলা নাথে বিবিধ প্রথায় ;—
"কেন কেন নাথ, এতই চিন্তিত ?
এই ত গগনে তারা অগণিত !

৪১

"তবে কেন বল বিচ্ছেদ তারার ?
দেখ নভস্তলে লক্ষ তারাহার,
কি হেতু প্রাণেশ, ব্যাকুল বৃথায় ?
শত তারা ধরে দিব হে তোমায় ।"

৪২

বৃথা ব্যঙ্গস্বর নটমণি কাণে
না পশিল হায় তারা অদর্শনে ;
ক্ষুণ্ণ চিন্তাকুল নটকুলেশ্বর,
কত অশ্রু ঝরে বক্ষের উপর।

৪৩

প্রিয়া বাক্য শুনি নটকুলমণি
কহিলা প্রিয়ায় মধুমাখা বাণি ;—
"একি প্রিয়ে, তব ব্যঙ্গের সময় ?
মিছে ব্যঙ্গে কেন জ্বলাও আমায় ?

৪৪

"গগনের তারা প্রাণে নাহি চায়,
শিশুরাই ডাকে, 'চাঁদ আয় আয়!'
শিশুর খেলনা শশী আর তারা!
এযে—তারা নয়, এযে—মহাতারা!

৪৫

"পদতলে যাঁর পতিতপাবন,
শব সম শুয়ে শিব সনাতন ;
বাঘাম্বরা তারা করাল বদনা,
তারা নয়, প্রিয়ে, তারা ত্রিলোচনা!

৪৬

"বামা তুমি, তারা বুঝিবে কেমনে ;
শক্তি ভক্তি আর আছে কি ভুবনে ?
তারা! তারা! কোথা দাও দরশন
বামার বিদ্রূপে কাতর জীবন।

৪৭

পতিবাক্য শুনি উত্তরিলা ধনী ;—
"বামা আমি ? কি বলিলে গুণমণি,
গাঁজা টেনে বামা বল না কখন ;
ছাই ভস্ম ড্রামা কবে প্রণয়ন ?

৪৮

"নটী নাচাইয়া ফেরে ঘরে ঘরে,—
না মরে জনক দিলা হেন বরে !
আত্মম্ভরি পতি কণ্ঠভরা বিষ,
মম সঙ্গে শুধু দ্বন্দ্ব অহর্নিশ।

৪৯

"ছাড়িয়া পত্নীরে পেত্নারে লইয়া
নাচ, গাও, খাও, উন্মত্ত হইয়া ;
ছিছি ধিক্ তোমা ! লজ্জা নাহি পাও,
বারাঙ্গনা সনে এক পাতে খাও !"

৫০

শুনি মহাক্রোধে নটকুলেশ্বর
চলিলা সগর্ব্বে, কাঁপি থর থর ;
ঘোর তারা রব মুখে ঘন ঘন,
ভ্রূভঙ্গি করিয়া ঘুরায়ে নয়ন !—

৫১

আত্মনিন্দা শুনি নটকুলধন
প্রাঙ্গণ ছাড়িয়া করিলা গমন ;
মুখে প্রেয়সীরে মহা ভালবাসা,
হৃদে কত বামা করে নিত্য বাসা।

৫২

মহাঅপমানে গ্যারিক-ললনা
পতি পাছে পাছে গেলা সুলোচনা,
বিলম্ব না করি আর ক্ষণকাল
চলি গেলা বামা নিরখি জঞ্জাল।

ইতি শ্রীনটেন্দ্রলীলাকাব্যে তারাদর্শন
নাম তৃতীয় সর্গ।

চতুর্থ সর্গ।

—হে দেবদূত, সুসন্দেশবহ,
তোমার বারতা নিত্য মঙ্গলদায়িনী,
শীঘ্র যাও দেবগণ এক্ষণে যে স্থানে,
কহগে তাদের দূত, এই সুসম্বাদ;
শ্রীহেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

১

পোহাইল বিভাবরী,
লোহিত বরণ ধরি
ক্রোধে যেন দিনদেব উদিলা গগনে।
প্রভাতের ফুলদলে
শোভে ঊষা পদতলে;
নিশার রহস্য জানি রক্তিম নয়নে—

২

ক্রোধে যেন দিবাপতি
নিরখিলা বিশ্বপ্রতি ;
তপনের ক্রুদ্ধভাব করি দরশন—
ভয়ে ভয়ে যেন পাখী
কুজনিল শাখে থাকি,
পবন চঞ্চল পদে করিলা ভ্রমণ।

৩

দিবারে মোহিতে, হাসি—
ফুটিল কুসুমরাশি ;
জাগিলা মেদিনীরাণী জীব-কোলাহলে।
বিরহে মলিন থাকি
নলিনী মেলিল আঁখি—
সোহাগে কাঁপিল বালা সরসীর জলে।

৪

বিছানায় শুয়ে শুয়ে—
নিরখি গ্যারিক ভয়ে
রবির ক্রোধান্ধ মূর্ত্তি উঠিল তখন।
ভাঙিল ঘুমের ঘোর,
রজনী হইল ভোর ;
কহিলা, রবিরে ভাবে হইয়া মগন ;—

৫

"মধুর উজ্জ্বল রাগে,
উষার গগন ভাগে
উঠিলে হে দিবাপতি, দিবাসতী সনে।

কত কার্য্য বিশ্বভালে,
পাপ পুণ্য এককালে
ঢেলে দিয়া যাবে চলি সন্ধ্যা আবাহনে।

৬

"নিত্য নিত্য কত আশে
রবিচ্ছবি ব্যোমে ভাসে,
দিন যায়, বর্ষ যায়, রবি না ফুরায়।
আমাদের পরমায়
দিনে দিনে হ্রাস পায়;
কর্ম্মক্ষেত্রে রবিমূর্ত্তি চিরদিন ভায়।

৭

"তপনের অন্ত নাই,
নিত্য নিত্য দেখা পাই,
বল বল দিনদেব, কার অনুজ্ঞায়—
নিত্য এস, নিত্য যাও,
ফিরে কারে নাহি চাও,
অনন্ত কালের তরে দেখ কি সবায়?

৮

"প্রতিদিন কর্ম্ম কত
নরে সাধে অবিরত,
নিরখি তোমায় জাগে শয্যা তেয়াগিয়া।
পুনঃ তুমি অস্ত গেলে,
শয্যায় শরীর ঢেলে—
নিদ্রা যায় কাণ্ডমালা স্বপনে ভাবিয়া।

৯

"আমরা তোমার ন্যায়
র'ব না কি এ ধরায়
চির খ্যাতিমান্ হ'য়ে যশের কৃপায় ?
বল বল দিনকর,
কোন্ গুণে গুণধর,
চিরদিন একভাবে শোভিত শোভায় ?

১০

"না জানি কি মন্ত্রবলে
বিরাজিত নভস্তলে,
অনিবার গ্রহহার যশোগীতি গায় !
কহ রবি, দয়া করে
সেই মন্ত্র মর নরে,
চির তরে যায় বিশ্বে সুষমা ছড়ায় ?"

১১

ভাবভরে নটকবি
দেখে প্রকৃতির ছবি—
হেনকালে অকস্মাৎ দূতবৃন্দ তাঁর,
'জয় নটমণি !' রবে
প্রবেশি একত্র সবে,
প্রণমি নটেন্দ্র পদে দিল সমাচার ;—

১২

"হায় দেব, প্রাণপণে
ভ্রমিলাম জনে জনে
সমগ্র নগরে সবে ক্ষিপ্তগ্রহ প্রায় !

সাধিতে তোমার কাঁম
প্রত্যূষে উঠিয়া আজ,
কাপ্তেন ধরিতে গেনু পাড়ায় পাড়ায়।

১৩

"পোড়া ভাগ্যে সবাকার
বাঙ্গালি না হ'ল আর,
রঙ্গপ্রিয় একজন খোট্টার কুমার
করিয়াছে অঙ্গীকার
দিবে ধন স্তূপাকার,
হ'বে মনোহর নব রঙ্গের আগার।

১৪

"পোড়া ভাগ্যে কিবা ধরি,
নিত্য ঘুরে ঘুরে মরি,
এতদিনে পোহাইল দুঃখের শর্ব্বরী;
নিরখিল মুখ তুলে
বিধি হতভাগা কুলে
আজি প্রাতে ঘটিল ঘটনা শুভঙ্করী।

১৫

"কিন্তু সুকঠিন কথা
কহিতে বাজে যে ব্যথা!
জানাইল অভিলাষ খোট্টার কুমার,—
বিনোদেরে যদি তারে
গ্যারিক অর্পিতে পারে,
তবে হ'বে সিদ্ধ কাম নচেৎ নাচার!"

১৬

হেন বাণী দূতমুখে
শুনি নটরাজ দুঃখে
কহিলা অধীর হ'য়ে ছাড়িয়া নিশ্বন ;—
"সাবাসি হে দৌত্যগুণে,
কিন্তু কে এ কথা শুনে
অগ্রসর হ'বে কার্য্য করিতে সাধন ?

১৭

"সরমে হানিয়া বাজ
কেমনে করি এ কাজ ?
সভাচ্যুত, জাতিচ্যুত হ'ব পরিণামে !
যাবে শেষে সব মান
তবু নাহি পরিত্রাণ
এ কর্ম্ম কলঙ্ক কভু গেলে কোন ধামে !

১৮

"সঙ্কট সময়ে হায়
সরম দলিব পায়,
ঘটক সাজিব আজি কি ভয় তাহায় !
শত্রুরে দলিতে পায়
যায় প্রাণ যাক্ তায় ;
কি কাজ পরাণে যদি রিপু হেসে চায় !

১৯

"কোথা মা গো জগদম্বা,
হয়েছিনু হতভম্বা,
বুদ্ধি আসে হেন বাক্যে শূন্য ঘটে মম ;

হতাশায় অনিবার
কাঁদিয়াছি কতবার
মাগো, এতদিনে দাস পাবে কি সম্ভ্রম?

২০

"হেয় নীচ জন প্রায়
ধরেছি না কার পায়!
গুপ্ত ছিল মম নাম তমোরাশি প্রায়—
এবে ঘোর দ্যুতিজালে
ভাতিবে যশের ভালে,
তারার কৃপায় আজি এ সম্পদ চয়।

২১

"আর কারে করি ভয়
অভয়া এ কায়াময়!
সম্ভব হইবে লুপ্ত পার্সি থিয়েটার
রয়েল কোরিন্থিন্ যত
শ্মশান মরুর মত
হ'তে পারে একেবারে পতিত আগার।

২২

"মম এই অভিপ্রায়,
চিরস্থির গিরি প্রায়,
আমার গরিমাবাক্য অচল অটল,
ভারত উন্নতি করে
প্রভাময় নব করে
ইষ্ট রবি প্রভাতিবে আশার মণ্ডল!

২৩

"কোথা হারব্যাগুম্যান,
বিশ্ব যার গায় গান ;
কোথা লুইপমিরয়, এস একবার !
তোমা দোঁহে পরাস্তিয়া
নবভাব বিস্তারিয়া
অচিরে বর্ষিব বঙ্গে অমৃত আসার।

২৪

"ত্রিলোক নিবাসী প্রাণী,
নিজে দেবী কাত্যায়নী
অলক্ষ্যে পবনভরে কুতূহলা হ'য়ে—
আসি মম রঙ্গমঞ্চে
বসিয়া সুন্দর বেঞ্চে
উল্লাসে দেখিবে রঙ্গ সানন্দ হৃদয়ে।

২৫

"উন্নত ভূধর ঠেলি,
গগন বিদারি ফেলি
বহিবে এ যশোগান দিগন্ত ভাসায়ে ;
প্রকৃতি সে গান ভরে
চিরদিন কলস্বরে
গঙ্গারে শুনাবে সুখে নাচায়ে নাচায়ে !

২৬

"শুনি সে আনন্দ ধ্বনি
আনন্দে মেদিনী রাণী
পর্ব্বত কন্দর হ'তে সাগর গভীরে—

ভীম প্রতিধ্বনি করে
গাহিবে গম্ভীর স্বরে
ত্রিপুরে সুখে সে রোল বহিবে সমীরে!

২৭

"যাও ত্বরা দূতগণ,
কর্ম্মে সবে দাও মন,
এখন অভয় হও ভবানীর বরে;
আনন্দে মদিরা পিয়া
সুরঙ্গে মাতাও হিয়া,
দাও এই শুভবার্ত্তা প্রতি নটঘরে!"

২৮

প্রণমি নটেশ পায়
দূতগণ ত্বরা ধায়
আনন্দ উৎসবে মাতি নটনটী ঘরে;
দিতে এই সমাচার
ছাড়ি ঘোর হুহুঙ্কার
ছুটিল নটেন্দ্র মত্তে আনন্দ অন্তরে।

২৯

আঁখি মুদি নটমণি
ধরিলা সঙ্গীত ধ্বনি,
শোক পরে আনন্দাশ্রু করি বরিষণ—
ললিত মধুর তানে
গাহিলা প্রফুল্ল প্রাণে
অমর দুর্লভ গীত করি প্রণয়ন;—

গীত।

"কেন দুঃখ দিতে বিধি সুধানিধি গড়িল?
তরল সুধায় কেন বোতলেতে রাখিল?
যদি সুধাসিন্ধু করে, রাখিত এ ধরা'পরে,
ডুবিতাম অহর্নিশ এ আক্ষেপ রহিল!
মানব মনের আশা জগতে না মিটিল!
অবিরল অহর্নিশি, সুধা নামে আমি ভাসি,
দুঃখরাশি গেল না যে একি দশা হইল!
এস গো আনন্দময়ি, কি সঙ্কট পড়িল!
এবার ভবে ভর্সা করে, ওই নামেতে যাব তরে,
ছিল এ বাসনা মোর এত আশা ভাঙিল!
চিরদিন দুঃখানলে অভাজন দহিল।
অর্থাভাবে সুরেশ্বরি, কভু যদি আমি মরি—
সুধা নাম কেউ তবে
আর নাহি লবে ভবে
মনে রেখ প্রাণময়ি, অভাগা যা কহিল।

৩০

"সুখের সম্পদচয়
চিরস্থায়ী কিছু নয়—
নরনারী, সুখপদ, সুরূপ যৌবন,

সকলি অলীক ভবে!"
কহিলা মধুর রবে,
আবার নটেন্দ্র ভাবে হইয়া মগন।

৩১

"আশা মরীচিকা প্রায়,
কুহকী কল্পনা ধায়—
নিত্য রসকোলে সদ্য আনন্দে খেলায়!
অবশেষে চিতানলে
এই দেহ যায় জ্বলে;
পিতা, মাতা, ভগ্নী, ভ্রাতা, কে কোথা লুকায়;

৩২

"ধনমান বৃথা সব,
বৃথা এ অখিল ভব,
সত্য মাত্র সত্যরূপী সত্য সনাতন।
পাপপঙ্কে অভাজন,
নিমগন অনুক্ষণ
রক্ষা কর দয়াময়, অধম তারণ!

৩৩

"নানা রসযুত ভব
গভীর রচনা তব,
উচ্ছ্বসিত অনুক্ষণ শোভায় শোভায়।
মহাকবি! আদিকবি!
ছন্দে উঠে শশী-রবি
প্রেমভরে ছন্দে পুন অস্তাচলে যায়॥

৩৪

"তারকা কনক-কুচি
জলদ অক্ষর-রুচি
তব যশোগীতি লেখা নীলাম্বর প্যাতে।
ছয় ঋতু সম্বৎসরে
মহিমা কীর্ত্তন করে
অবিরল সুখ পূর্ণ চরাচর সাথে॥

৩৫

"কুসুমে তোমার কান্তি,
সলিলে তোমার শান্তি,
শক্তিধর, বজ্র রবে রুদ্র তুমি ভীম।
(তব ভাব গূঢ় অতি,
কি জানিবে মূঢ়মতি)
যোগী ঋষি ধ্যায় যুগ যুগান্ত অসীম॥

৩৬

"আনন্দে সবে আনন্দে
তোমার চরণ বন্দে,
শূন্যে শূন্যে কোটী সূর্য্য কোটী চন্দ্র তারা।
তোমারি এ রচনারি
ভাব লয়ে নরনারী
মত্ত হ'য়ে হাহা করে নেত্রে বহে ধারা॥"

৩৭

সহসা পড়িল মনে
রাধারাণী প্রিয়ধনে,
সকলি ছাড়িয়া ত্বরা নটেন্দ্র তখন—

চলিলা উদ্দেশে তার
নিজে দিতে সমাচার,
কহিতে কিরূপে হ'বে অভীষ্ট সাধন।

ইতি শ্রীনটেন্দ্রলীলাকাব্যে দূতসমাগম
নাম চতুর্থ সর্গ।

পঞ্চম সর্গ।

দাসত্ব জ্বালায় মরিবারে চাও ?
মরিবার তরে খুঁজেছি গরল !
ঢালি এই বিষ—অধঃপাতে যাও
এ জ্বলন্ত বারি তরল অনল।

জ্ঞান বুদ্ধি লজ্জা ভরসা বিশ্বাস,
নীতি, ধর্ম্ম, সত্য, জাতীয় গৌরব
এই বিষ তেজে হইবে বিনাশ
একা সুরা বঙ্গে বিনাশিবে সব !

*   *   *   *

টল টল সবে অটল যাহারা
ডাক ছেড়ে হাসে কাঁদে!
কত নর নারী ধরা পড়ে আসি
সুধার পীরিতি ফাঁদে।
যে খেয়েছে কভু প্রাণে একবার
বুঝেছে মজেছে সেই—
সর্ব্বস্বান্ত হ'য়ে জরাজীর্ণ হ'লে
তবুও বিচ্ছেদ নেই।
শ্রীদিগ্‌গজ কহে, প্রাণ জুড়াইতে
কি আছে এমন আর;
তথাপি প্রাণান্তে আপনি কখন
না শুধিল সুধা(র) ধার!
নটকুলমণি সুধার প্রভাবে,
ঢলিয়া পড়িছে বসে;
পার্শ্বে রাধারাণী, চির আমোদিনী,
বিবশা সুধার বশে!
অন্য অন্য নট, পরস্পর সবে
মহাভাবে নিমগন।
নেশান্তে নটেশ বদন তুলিয়া
ঢুলু ঢুলু দুনয়ন!
কহিলা বাঁকিয়া আধ বাঁকা সুরে;—
"সুধাভাণ্ড আন ত্বরা,
সুধার প্রভাবে ক্ষেপা মৃত্যুঞ্জয়
বেঁচে উঠে পুনঃ মরা।

এমন সুধারে ছাড়িতে কি পারি ?
যায় যাক কুলধন !
দারা সুত যত অলীক সকলি
সুধাই অতুল ধন ।
অসার সংসার স্বপনের ক্রীড়া
সুধা না থাকিত যদি,
নারীর বদন কে চিনিত তবে
বহিত কি প্রেম নদী ?
সর্ব্ব মূলাধার ঈশ প্রেমাকার
সুধা তুমি এই ভবে,
যে পূজে তোমায়, ভোলা—ভোলা সেই
সদাই সে সুখে রবে ।
আহা কি বরণ, জুড়ায় নয়ন,
বিশ্ব মোহকর রঙ্ !
ভবে যারা কভু না চিনিল তোমা
তারা কি বুঝিবে রঙ্ !
নিত্য যেন তোমা এই ভাবে পাই
মরি তায় খেদ নাই,
মরে ভুত হ'য়ে তোমারে পাইলে
আর কি গো কিছু চাই !
অখিল সংসারে সকলি ত্যজিয়া
তোমারে লইয়া থাকি,
তুমি প্রাণ মম, আমি কায়া তব,
এস তোমা হৃদে রাখি !”

এত বলি পাত্র বদনে তুলিয়া
সুখে সুধা করে পান,
"কোথা রাধারাণী ?" অমনি ডাকিলা,
খাইয়া কামের বাণ !
বল বল সুধা, কেবা তব কাম,
কিসের সম্পর্ক এত ;
সুধা পিয়ে যেই তখনি সেজন
কাম মোহে মূর্চ্ছাগত ?
প্রেমে প্রণয়িনী, যতনে জননী,
হিতে অনুরতা বালা,
প্রাণ চাঁদে হেরি, যতনে নটেশ
ডাকিলা জুড়াতে জ্বালা।
চলিতে চলিতে রাধারাণী ধনী
আসিয়া বসিলা পাশে ;
জড়িত কটাক্ষ বর্ষে ঘন ঘন
নটেন্দ্র প্রণয় আশে।
পরে নটরাজ নটরাণী ধনে
মিষ্ট ভাষে সম্ভাবিলা ;
বদন কমল চুম্বি ঘন ঘন
সুধা চিহ্ন গণ্ডে দিলা।
নটেশের ভাব হেরি নটকুল
সকলে আনন্দে উঠে ;
অচেতন যারা চেতনা ধরিল
মরা মুখে ভাষা ফুটে।

আপনার মনে কে কত কহিল,
কে শুনিবে বাজে কথা ?
যত অল্পপায়ী মাতাল দলের
হতাদর যথা তথা।
বিনোদিনী ভাবে মাতিয়া নটেশ
দিলা বিদ্যা পরিচয় ;
দেখিলা তাহারে সতীর সমান
দশমহাবিদ্যাময় !
নিরখি নটেশ কহিলা তাহারে ;—
"একি বামা ভয়ঙ্করী !
ভীষণ কটাক্ষে নটকুল দহে
বিবসনা লো সুন্দরি।
বিগলিত বেণী ভীমমদ বশে
রসনা ঝুলিছে মুখে ;
প্রেমের পরশু কুটিল করেতে
কত নর খাও ভুখে !
পুংমুণ্ডমালিনি, ভুজঙ্গবদনা,
কেন রত নরনাশে ?
ক্ষমা কর প্রিয়ে, অন্য ভাব ধর,
হাস লো, মধুর হাসে !"
নয়ন পালটি নটকুলেশ্বর
দেখিলা বামার পানে—
ঘোর ভয়ঙ্করী, মূর্ত্তি অন্যরূপা,
বিষম ভ্রুকুটি হানে।

ভয়ে ভয়ে তবে কহিলা আবার ;—
(ঈষৎ জড়িত স্বরে)
"কাম বাঘাম্বরি, হায় এ ছলনা,
কেন কেন এ কিঙ্করে ?
দুর্জ্জন তারিণি, সুনীল বরণা,
কেন হেন বর্ণ হায় ?
ফিরে কি সে মৃগী আসিল আবার,
কালি হ'ল চারুকায় ?
কিবা শোভাময় নীল পদ্মকরে !
কেন ও বিরহ-কাতি ?
ধরেছ সুন্দরি, মোহ-করবাল
কেন ও খর্পর সতি ?
ভয়ঙ্করী বামা, ত্যজ হেন রূপ,
কেন শিব দল পায় ?
কূট জটাজালে কাল প্রেমফণী
বাঁধা ও কবরী গায়।"
পরে মহাভয়ে কহিলা নটেশ
হেরি রাজেন্দ্রাণী রূপ ;—
"চাঁদ ভালে ভায়, ধরিয়াছ ভুজে
অদ্ভূত অপরূপ—
নর পাশাঙ্কুশ, কাল ধনুঃশর
মরে যায় জীবদল !
বিধি বিষ্ণু হর কটাক্ষে মগন
স্বর্গ মর্ত্ত টল মল !"

দেখি ভয়ে তাহা নটকুলমণি
ফিরিয়া বসিতে চায় ;
বিশ্বেশ্বরী রূপে হেরে অন্যরূপ
কহে মিষ্টভাষে তায় ;—
"কত নরে বধি কত অলঙ্কার
ধরিয়াছ চারুদেহে ;
নররক্তধারে তিতেছে বসন
কত ভাব বসি গেহে।
ত্রিলোচনা শিবা ভূত বর্ত্তমান,
ভবিষ্য জ্ঞাপন হেতু—
তেঁই ত্রিলোচনা দেবী দিগম্বরী।
তুমি মম ধূমকেতু !
যুগল নয়না, কত নর মরে
প্রিয়ে, তব দৃষ্টিবাণে ;
কি দিবা রজনী, ওই নেত্রবাণ
বাজে সদা মম প্রাণে !"
কহিলা শঙ্কায় দেখিয়া নটেশ
আবার ভৈরবী মূর্ত্তি ;—
"কে রে অভাগার হৃৎপদ্মাসনা ?
প্রাণে প্রাণ পায় স্ফূর্ত্তি !
এই জীবনের রতন নিচয়
দিয়াছে তোমারে দাস ;
অক্ষমালা করে আর কারে জপ ?
হাসি মুখে দাসে ভাষ !"

এড়ায়ে এ সব নটেন্দ্র দেখিলা—
ছিন্নমস্তা রতি পৃষ্ঠে,
বিপরীত রতে রতি কামোপরি
ফুল্ল কোকনদে পিষ্ঠে।
"কমল বরণা, হাড় কালি করে
পরেছ হাড়ের মালা!
নিজ মুণ্ড কেটে কুলে কালি দিয়ে
এসেছ জুড়াতে জ্বালা
অনুতাপ লোহ ঝরে অবিরল,
একি মূর্ত্তি বিপরীত!
পিও সে রুধির কোন্ প্রাণে পুনঃ
একি কার্য্য অনুচিত?
বিবাসিনী নও, দুসখী তোমার
ভালবাসা আর প্রেম;
তারাও আনন্দে রুধির পিইছে
দেও দাসে দেও ক্ষেম!
শবাধিক হ'য়ে কত শত নর
লুটিছে তোমার পায়;
তবু নাহি দয়া ওলো নৃশংসিনি,
কোথা যাব প্রাণ যায়!"
বলি নটরাজ ভয়ঙ্করী ভয়ে
নেশায় মুদিলা আঁখি;
হেরে তবু হৃদে অন্যরূপে তারে
আঁধারে ডুবিয়া থাকি।

দেখিয়া তখন, আঁধার বরণা,
হৃদে ধূম রূপ তার ;
বলে,—"কে রে বামা, বিগত যৌবনা,
কোথা তব অহঙ্কার ?
হায় বিমলিন এবে তনুকান্তি,
স্তন ঝুলে নাভি দেশে !
এখনও মিছে কেন মোহ মোরে
হেন ঐন্দ্রজাল বেশে ?
ক্ষুধায় আকুলা, জীর্ণ শীর্ণ কায়া
রসনা পড়িছে ঝুলে !
সত্য এইরূপ, মিছে তবে গর্ব্বে
কেন সদা পড় ঢুলে ?
বগলা আননা, অন্যরূপ পুনঃ
নটেন্দ্র নয়নে ভায়—
কহে নটরাজ আশ্চর্য্য হইয়া ;—
"একি চমৎকার হায় !
রত্নে বিভূষিতা, রত্ন সিংহাসনে ;
বল বামা কোথা পেলে,
এমন সুবাস এত ধন রাশি
কে তোমারে দিল ঢেলে ?
অথবা তোমার গতি এইরূপ
কভু কাঁদ কভু হাস ;
পলকে বৈষ্ণবী, পলকে অবিদ্যা,
জান কত বিদ্যা-ফাঁস !

অভাগার জিহ্বা ধরেছ টানিয়া
প্রাণ মাত্র আছে বাকী ;
ভদ্রাসন বেচে তুষেছি তোমায়
তবু কেন দাও ফাঁকি ?
চন্দ্র, সূর্য্য, বহ্নি কি আছে জগতে
ও কটাক্ষে পায় পার ?”
দেখি নটরাজ সরিয়া শঙ্কায়—
“একি দেখি চমৎকার !
শশাঙ্ক নয়না, রজত বরণা,”
কহে পুনঃ শুভমতি ;—
“কত রূপে দেবি, কত লোকে তার
রক্ষ মোরে ভাগ্যবতি !”
কাঁপিয়া সভয়ে নটরাজ কহে,
দেখে শুভরূপ শেষে ;—
“লক্ষ্মীরূপা বামা, মধুর বচনে
কারে তোষ হেসে হেসে ?
আমি দীন অতি আমারে তুষিও
ও সুধা আমারি তরে ;
ভাগ্যকরী'পরে বিভূষিতা বামা
কথা কও মিষ্ট স্বরে !”
দিগ্‌গজ কহিছে এই দশরূপ,
সকলি নেশার মায়া !
অবিদ্যার বিদ্যা ভাঙ্গড়ের গুণ,
এ নয় সতীর ছায়া ।

হেনকালে তথা দূত সাথে সাথে
নটেশ-তারক এল ;
দূরে গেল নেশা নিরখি তাঁহারে
সবাই গলিয়ে গেল।
প্রণমিয়ে দূত নটেন্দ্র চরণে,
করযোড়ে নিবেদিল ;—
"বিশ্বকর্ম্মা সম চারু শিল্পিগণে
রঙ্গ হর্ম্ম্য নিরমিল ;
অভিনয় মাত্র বাকী রঙ্গমঞ্চে
নারীনরে বিমোহিতে !"
নটেন্দ্র যতনে পূজিলা প্রভুরে
নিজ কার্য্য উদ্ধারিতে।
অন্য নটদল নমিল সকলে
প্রভুর চরণতলে ;
শির চুম্বি প্রভু মধুর সম্ভাষে
সন্তোষিলা নটদলে।
নবরঙ্গভূমি নির্ম্মাণ কারণ
তেঁই এ গার্ডনপার্টি :
তেঁই সুধাপানে মত্ত নটকুল
নাচে গায় পরিপাটী !
মহানন্দে সবে পার্টি সাঙ্গ করি
চলি গেল প্রভু সনে ;
ভাবিতে ভাবিতে নটেশ চলিলা
আরক্তিম দুনয়নে।

ইতি শ্রীনটেন্দ্রলীলাকাব্যে দশমহাবিদ্যাদর্শন নাম পঞ্চম সর্গ।

ষষ্ঠ সর্গ ।

'Tis done—but yesterday a King !
*   *   *
And now thou art a nameless thing ;
So abject—yet alive !

Lord Byron.

নশ্বর সংসারে সব নশ্বর বিষয়,
এই ফুটে এই ঝরে কুসুমনিচয় ।
প্রাণ ভরে দুই দিন কিছুই ভুবনে
দেখিতে পাই না কভু কোথাও নয়নে !
নটেন্দ্র আদেশে দেখ দিব্য রঙ্গাগার
নির্ম্মাণ হইল, পুনঃ কি ক'ব আবার—
ভিন্ন মত নটনটী আপনা আপনি
অনুক্ষণ বিসম্বাদ কি দিবা রজনী ।
ফুরাইল অভিনয়, নটেন্দ্র তখন
বসিলেন গৃহে পুনঃ বিষাদিত মন ।
নটরাজ প্রভু শেষে গ্রহ দোষ বশে
আইলা প্রবাসে একা ; ওই সেই বসে
পাঠক, তোমার কাছে । মেলিয়া নয়ন
দেখ কি দুর্দ্দশা আহা বিষণ্ণ বদন !
শোক উচ্ছ্বসিত ভরে আপনি বিরলে,
একাকী হৃদয় বেগে কত কথা বলে ;—

"গাঢ় ঘনরাশি যেন নয়নে আমার,
নিবিড় তমিস্রময় হেরি চারি ধার।
বিষাদ আঁধারে মগ্ন তনুপ্রাণমন,
পরবাসে কি নিগ্রহে আছি অনুক্ষণ।
তারা, শশী, রবি, বিশ্ব দুঃখময় সব,
বিষে ভরা বোধ হয় কোকিলের রব!
নির্ব্বাপিত বল বীর্য্য, চিত্ত সশঙ্কিত,
গভীর চিন্তায় প্রাণ সদা বিচলিত।
অন্ধকার—ত্রিসংসার, প্রাণ—অন্ধকার!
হ'বে না জীবনে আর প্রভার সঞ্চার!
'মরু—মরু, মরুময়—ত্রিদশ আলয়,
ভীষণ নিরাশাভরে কাঁপিছে হৃদয়।
কোথা যাব, কোথা গেলে নিভিবে অনল?
ধনকুলমান সব হয়েছে বিফল!
পিতা, মাতা, ভগ্নী, ভ্রাতা, কোথা এ সময়,
কোথা প্রিয়া প্রেমময়ী আনন্দ আলয়?
স্মরিলে স্বজন সবে প্রাণ ফেটে যায়,
বক্ষ বহি বহে অশ্রু অজস্র ধারায়।
কাঁদি কাঁদি দিবানিশি প্রাণ যতক্ষণ,
কাঁদিতে জনম মম চিন্তা কি কারণ?
অশ্রু প্রস্রবণ যাবে শুখায়ে আমার,
হায় রে কাঁদিলে অশ্রু পড়িবে না আর!
হিতাহিত নাহি বুঝি চলিলাম পথে,
চরমে ধরিনু কত ক্লেশ মনোরথে;

অবিরল মহানন্দে কাটায়েছি দিন,
কাঁদি এবে দিবানিশি হ'য়ে পরাধীন!
হায় রে! সুখের পর কপালে আমার,
কে জানিত ছিল এত যাতনা আবার?
প্রাণের সুহৃদ্‌গণ কোথা এ সময়?
কোথা তারা কোথা আমি কোথা সে আশয়?
ফুরাইল বিত্তমধু বিশ্বে অভাগার,
মধুর কোকিল দল না রহিল আর!
মম সুখে সমসুখী যারা সব ছিল,
এ দুঃখের কালে মোরে তাহারা ত্যজিল!
পরবাসে শূন্যপ্রাণে একাকী নির্জ্জনে,
কত দুঃখ কত সুখ স্মরি মনে মনে,—
ভাবি ভূত; বর্ত্তমান, ভবিষ্য সময়;
না জানি কি দুঃখরাশি করেছে সঞ্চয়।
সৌহৃদ্য এ নাম মাত্র ছায়ার কল্পনা,
মরীচিকা স্বপ্ন-খেলা, কথার ধারণা!
চিত্তবিলাসিনী বারবিলাসিনি দল,
দেখে যাও বিলাসীরা, বিলাসের ফল।
হেলিয়াছি ভবিষ্যতে, না ভাবিয়া হায়,—
বর্ত্তমানে ভবিষ্যত সকলি ফলায়।
হায় যদি জানিতাম ভবিষ্যে আমার
যন্ত্রণার পরাকাষ্ঠা দুর্নামের সার,
তা হ'লে কি পড়িতাম এ মোহ আনায়ে?
মোহান্তে চেতনা হ'ল দুর্নাম বিলায়ে।

অনুতাপ প্রায়শ্চিত্ত এখন কেবল ;
রোদন ঘুচাতে চায় কলঙ্কের ফল।
হায় নরে এত করে এ সুখের তরে,
কাঁদিবার তরে বুঝি এত কীর্ত্তি করে ?
জ্ঞানহীন অন্ধজন মোহের মায়ায়,
আপনারে ভুলে যায় কালের ধারায়।
জগদীশ, কত দিনে যাবে এ যন্ত্রণা ?
যায় কি ঈশ্বর কাছে পাপীর প্রার্থনা ?”
গভীর নিশায় বসি বিরস বদনে
ভাবিছে একটি যুবা চিন্তাকুল মনে।
ভাবি নিজ কর্ম্ম ফল হতেছে অধীর,
ক্ষণে ক্ষণে দীর্ঘশ্বাসে ভরিছে সমীর।
কাঁদ তুমি পরবাসি, রাত্রি যতক্ষণ,
কালি প্রাতে গগনেতে উদিলে তপন;
ক্লান্ত হবে কার্য্যভারে পাবে না কাঁদিতে,
স্মরি কীর্ত্তি চিরকাল কাঁদিও মহীতে !
ভাবি কর্ম্ম বর্ত্তমানে ভবিষ্যত তরে,
উচিত করিতে কার্য্য জগত ভিতরে।
উপায় চিন্তার কালে উচিত ভাবিতে,
উপায়ের সাথে সাথে অপায় ধরিতে।
কার্য্যকালে মানবের চিন্তা প্রয়োজন,
শুভাশুভ চিন্তাযুক্তি হিতের কারণ।
অভাগা নয়ননীরে তিতি বারম্বার,
বিলোড়িত করিতেছে শোক পারাবার।

ক্ষণে ভাবে আত্মহত্যা—প্রায়শ্চিত্ত ক্ষণে,
কত কথা অভাগার উঠে মনে মনে।
বিপদে পড়িয়া মূঢ় ধর্ম্ম পানে চায়,
ভেবেছিল অনুতাপ হ'বে না ধরায়।
ভাবিতে উচিত ছিল পূর্ব্বেতে ইহার,
এখন ভাবনা যত অলীক অসার।
অকস্মাৎ পরবাসী চমকি দেখিল—
দীর্ঘকায় নর এক নীরবে পশিল;
দেখি ভয়ে হতভাগা উঠিল কাঁদিয়া,
শুনিল আবার দূরে চিত্ত বিনোদিয়া—
নূপুর, কিঙ্কিনী রোল কক্ষ অভিমুখে;
এইবার হতভাগা আঘাতিল বুকে।
দেখিল রমণী মূর্ত্তি সম্মুখে তাহার,
চারু চিত্র পুত্তলিকা বিলাস—আধার!
দেখিয়া চিনিল তারে বিলাসিনী তার,
নির্ব্বাপিত মনোজ্বালা জ্বলিল আবার।
প্রসারিল বাহুদ্বয় আলিঙ্গি ধরিতে—
পড়িল আবার ভূমে কি ভাবিয়া চিতে।
কতক্ষণে হতভাগা কহিল তাহায়;—
"পাপীয়সি, এখন কি ভুলাবি আমায়?
তোরি তরে এই দশা—ধনমান হত,
তোরি তরে পরবাস, কাঁদি অবিরত;
আত্মীয় স্বজন ত্যজি তোরি ছলনায়,
তোরি তরে পশু আমি ত্যজি বনিতায়।

আহা সে সরলা বালা দিবানিশি কাঁদে,
তোরি তরে হারায়েছি নিরমল চাঁদে!
মম হিতে সদা যার মঙ্গল কামনা,
কত বার বৃথা তারে করেছি লাঞ্ছনা।
আহা, কত ব্যথা দিছি অবলার প্রাণে,
এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত নাহি কোন খানে।
সমগ্র অমরাবতী যদি কোন কালে,
ঢালে নিজ পুণ্যরাশি অভাগার ভালে,
প্রক্ষালিতে এই পাপ প্রায়শ্চিত্ত তরে।
কি জানি, তা হ'লে যদি এই পাপ হরে,
আহা, সরলতাময়ী স্নেহের আধার,
উথলে স্মরিলে তারে শোক পারাবার!
কোথা সে আনন্দময়ী প্রেমের প্রতিমা,
এজনমে দেখিব কি সে মুখচন্দ্রিমা?"
ফিরায়ে নয়ন পুনঃ পুরুষের পানে,
কহিল গদ্গদ স্বরে বিচলিত প্রাণে;—
"দেখো গো;-চরম ফল তব মন্ত্রণার,
কোথা আমি কোথা তুমি কোথা রঙ্গাগার।
স্বার্থপর সুখসাথী সবে এ ভুবনে,
চরমে দুর্দ্দশা হ'লে দেখে না নয়নে।
সম্পদে সহায় হয় বুঝিয়া সময়,
বিপদে বিরূপ ধরে যত নীচাশয়।
মজাইতে পারে সবে, কে পারে বাঁচাতে?
গাছে তোলে অনায়াসে না চায় নামাতে!

যত দিন মধু রয় তত দিন থাকে,
মধু অন্তে চলে যায় সবে ঝাঁকে ঝাঁকে।
(স্বপনের অগোচর) ভেবেছিনু মনে,
তোমরা অন্তিমে মোরে ঠেলিবে চরণে!”
অমনি নিনাদি ঘোর কক্ষ কাঁপাইয়া
উত্তরিলা নটরাজ—“আমার লাগিয়া
এত দশা পরবাস যাতনার শেষ,
আমি নাকি প্রবঞ্চক কৃতঘ্ন অশেষ?
প্রভু তুমি, তা না হ’লে কি কহিব হায়,
এই দণ্ডে প্রতিশোধ দিতাম তোমায়।
আপনি আপন হিত বিমর্দ্দিলে পায়,
অবশেষে অকারণ দোষিছ আমায়।
বৃথা নিন্দ বিনোদেরে, কি দোষ তাহার;
কেন হেন কটু কও তারে বারংবার।
রঙ্গ আশে গেলে তুমি রঙ্গিণীর পাশে,
তুষিলা রঙ্গিণী তোমা নানা হাস্য ভাষে।
যে কভু না পাইয়াছে নারীপ্রেমতার,
দুর্লভ মানব জন্ম কেন হ’ল তার!
এবে তুমি ধনহীন দরিদ্র কাঙাল,
নিন্দ তুমি নিজ ভাগ্যে হেরি এ জঞ্জাল!
জ্ঞান শক্তি হারাইলে তখন আপনি,
নিশারে ভাবিতে দিবা দিবারে রজনী।
খল কটু পাপজালে হৃদয় ভরিলে,
হিত পুণ্য শুভকার্য্য সকলি ত্যজিলে।

আমোদে উন্মত্ত হ'য়ে অহঙ্কার বলে,
ভেবে ছলে অদ্বিতীয় তুমি ধরাতলে!
ভাবিলে না দুইদিন এ সুখ তোমার,
নিজ ভাব হ'বে ত্বরা ধরিতে আবার।"
রমণী শুনিতেছিল চিত্রার্পিত প্রায়
এক মনে এই কথা; ঘোর মত্ততায়
উত্তরিলা অকস্মাৎ প্রভুরে তখন;—
"কি দোষ আমার, আমি প্রেম নিকেতন,
বিচ্ছেদ না জানি কভু, তবে কি কারণ
লক্ষ্মীর বিচ্ছেদে তোমা করিয়া ধারণ
ভুলিব স্বজাতি ধর্ম্ম বল না—আমায়?
লক্ষ্মীর বিচ্ছেদে নারী কারে নাহি চায়।"
কহিলা ফিরিয়া পুনঃ নটকুলধনে;—
"কি হ'বে রহিলে হেথা প্রবাসে বিজনে,
চল যাই পুনর্ব্বার করিয়া প্রয়াস,
চালাইব রঙ্গালয় হয়ো না হতাশ।
প্রভুশূন্য রঙ্গাগার কি ক্ষতি তাহায়,
এক প্রভু চিরকাল থাকে না কোথায়।
এক প্রভু যাবে পুনঃ অন্য প্রভু হ'বে,
আমাদের রঙ্গভূমি বন্ধ নাহি র'বে।
পরাভবি রিপুবৃন্দে দেখ না কেমন,
নবীন সুরম্য হর্ম্ম্য হইল সৃজন।
লোকে কি বলিবে যদি বন্ধ হ'য়ে যায়,
আবার হাসিবে রিপু হেরি এ দশায়।

তাই বলি [illegible] গিয়া অশেষ যতনে
[illegible] [illegible] ধরে নটনটীগণে—
পুনঃ মহা সমারোহে অভিনয় হ'বে;
[illegible] বঙ্গবাসী স্তব্ধ হ'য়ে র'বে।
[illegible] খুলে বঙ্গবাসী করিয়া চীৎকার,
মুটে, ধোবা, চাষা ঘরে করিবে প্রচার—
তোমার মহৎ কার্য্যে ভক্তি—প্রয়োজন।
তাই বলি চল প্রভু, ব্যাজ কি কারণ?"
অবশেষে হতভাগ্যে লইয়া দুজনে,
আসি কলিকাতা ধামে বহুল যতনে,
এক মত হ'য়ে সবে দমে মজাইয়া,—
ধরে বেঁধে খোট্টামুণ্ডে সই করাইয়া,
আপন আপন নামে করি রঙ্গাগার,
দিল পুনঃ অভিনয় কত চমৎকার!
কিন্তু যবে এইবার বন্ধ হ'য়ে যা'বে,
দিগ্‌গজ নটেন্দ্রলীলা আবার শুনাবে।"

ইতি শ্রীনটেন্দ্রলীলাকাব্যে প্রভুপ্রবাস
নাম ষষ্ঠ সর্গ।

———•———

সমাপ্ত।

উপহার।

নটেন্দ্র !

নটেন্দ্রলীলা লিখিয়াছি, অনুগ্রহ করিয়া দেখুন—কেমন হইয়াছে।

চিরানুগত
গ্রন্থকারস্য।

বিজ্ঞাপন।

এই

কাব্যখানি

কলিকাতা কাশারীটোলা বাবুরাম ঘোষের লেন্ ১৩,
বাটীতে শ্রীযুক্ত বাবু বটকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়ের নিকট, এ
সংস্কৃত প্রেস্ ডিপজিটারি, চীনাবাজার শম্ভুচন্দ্র নাথের দোক
ক্যানিং লাইব্রেরি প্রভৃতি প্রধান প্রধান পুস্তকালয়ে পাও
যায়। মূল্য ৷৹ আট আনা, মফঃসলে ডাকমাশুল লাগিবে না

গ্রন্থকার